তবে রে । ছবি : রাজেশ রক্ষিত

শেরপা জনজাতি : জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে

উদয়কুমার চক্রবর্তী
(বিভাগীয় প্রধান, বাংলা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

পাহাড়ের কোলে ভারতের সন্তান শেরপারা দীর্ঘকাল ধরে রয়েছে নিজেদের ঐতিহ্য আর জীবন ধারণের জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে। তাদের বসবাস প্রধানত দার্জিলিং, সিকিম প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলে। একসময়ে ভারতীয় ভাষা সংস্থানের (Central Institute of Indian Languages, Mysore) প্রজেক্ট কিম্বা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ডি.আর.এস.-এর কাজকর্ম করতে গিয়ে উত্তরবঙ্গের শেরপাদের ভাষা ইত্যাদি নিয়ে কিছু ভাবনা চিন্তা করতে হয়েছিল। তারই সূত্র ধরে তাদের সংস্কৃতির কিছু দিক চোখে পড়েছে। এখানে শেরপাদের জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ নিয়ে যে ক্রিয়াকাণ্ড প্রচলিত আছে তার সামান্য পরিচয় দেওয়া হল। এ বিষয়ে যে তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম তা গ্রন্থের রূপ নেবে বলে সংক্ষেপে আলোচনা করলুম।

জন্ম: 'লাস্যা লাস্যা' মঙ্গল হোক মঙ্গল হোক

শেরপাদের ঘরে কোনো শিশু জন্মালে তার চুল কাটাকে কেন্দ্র করে একটি অনুষ্ঠান হয়। একে 'টাপ্‌চে' বা 'মুণ্ডন' বলে। সাধারণত, শিশুটির মামাকে দিয়ে এই চুল

কাটানো হয়। শিশুটির মামা নিজের হাতে শিশুর জন্যে নতুন জামা কাপড় কিনে আনেন। তারপর মুণ্ডনের দিনে চুল কাটা হয়ে গেলে শিশুটিকে নতুন কাপড় পরিয়ে দেন। যদি কোনো শিশুর মামা না থাকে বা অনুপস্থিত থাকে তাহলে ধর্ম অনুসারে লামা মুণ্ডনের দিন চুল কেটে দেন। মুণ্ডন অনুষ্ঠানে আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী সবাইকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। আর তাঁরা এসে নানা উপহার দেন শিশুটিকে। খেলনা, জামাকাপড়, টাকাপয়সা ইত্যাদি উপহার হিসাবে দেন সবাই।

কোনও শিশুকে বাড়ির বাইরে নিয়ে যাওয়ার সময় যদি সেই শিশুটি হঠাৎ ঝটকা দেয় তা হলে শেরপারা 'লাস্যা লাস্যা' উচ্চারণ করে তার মঙ্গল কামনা করে। দূরে কোথাও গেলে, রাস্তায় নদী পড়লে এইভাবে 'লাস্যা লাস্যা' উচ্চারণ করতে হয়। নদী যেন শিশুর আত্মা নিয়ে যেতে না পারে তার জন্য এই 'লাস্যা লাস্যা' উচ্চারণ করা হয়।

শিশুকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও যাবার সময় বা পথ চলবার সময় যদি দিনের আলো ফুরিয়ে যায়, সন্ধ্যা নেমে আসে, তাহলে এক ধরনের কাঁটাগাছ, 'ছরমাঙ'-এর কাঁটা শুদ্ধ পাতা নিয়ে শিশুটির কানের উপর রেখে দেয়। এই সময় 'লাস্যা লাস্যা' উচ্চারণ করতে হয়। এর কারণ সন্ধ্যাবেলাতে ভূত বার হয়। ভূত শিশুকে দেখে ফেললেও 'ছরমাঙ'-এর কাঁটা শুদ্ধ পাতা দেখে শিশুকে মনে করে কাঁটা গাছ। তাই তার আত্মা সে নিয়ে যেতে পারে না।

বিবাহ: ছ্যাং-এর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী এসেছেন

শেরপাদের মধ্যে বিয়ে দেওয়া নিয়ে নানা ঐতিহ্য এখনো বর্তমান। বিবাহের দু'রকম পদ্ধতি প্রধানত প্রচলিত। ঐতিহ্যানুসারী প্রাচীন পদ্ধতিটি হল 'মাংগনী' করে বিবাহ দেওয়া। এতে সবাই মিলে দেখে-শুনে বিবেচনা করে বিয়ের ব্যবস্থা করে। অন্যটিতে পাত্র-পাত্রীর নিজেদের পছন্দ করে বিবাহ করার বিষয়টিই প্রাধান্য পেয়েছে। 'মাংগনী' করে বিবাহের সুপ্রাচীন রীতিটির পরিচয় দেওয়া হল এখানে।

'মাংগনী' করে বিবাহ-পদ্ধতি বেশ সময় ধরে চলে। নানা রীতিনীতি পালনের মধ্য দিয়ে এই বিবাহ শেরপাদের আনন্দের সুরটি প্রকাশ করে। 'মাংগনী'-র প্রথম স্তর হল বিয়ে নিয়ে কথাবার্তা, সম্বন্ধ করা ইত্যাদি। প্রথমে দু'জন 'পারমিন' অর্থাৎ দু'জন মধ্যস্থতাকারী লোককে পাঠানো হয়। এই বিয়ের কথাবার্তা বলা বা সম্বন্ধ করার জন্য পারমিনদের কথাবার্তায় খুব পটু হতে হয়। তাঁরা দু বোতল মদ নিয়ে পাত্রীর বাড়িতে যান। সেখানে গিয়ে একটি থালার উপর মদের বোতল দুটি রেখে তাতে 'খদা' বেঁধে পাত্রীর মা-বাবার সামনে ধরে দেন। একে 'সগুন' বলে। তারপর পারমিনরা যে কথাবার্তা বলেন তা বাংলা ভাষায় বললে অনেকটা এই ধরনের:

"আপনাদের উঠোনে ফুটেছে একটি সুন্দর ফুল। সেই ফুল দেখে আমরা এসেছি এখানে। আপনাদের উঠোনের সেই ফুল অমুক গ্রামের অমুক ব্যক্তির ছেলে ভ্রমর হয়ে এসে দেখে গিয়েছে। পছন্দ করেছে তাকে। ঘরের মেয়েকে তো পরের বউ করতেই হয়। এটাই সংসারের নিয়ম। ছেলের বাবা মা বলেছেন আপনাদের মেয়ে তাঁদের বউ তো নয়, সে ঘরের মেয়ের মতই।"

তারপর পাত্রের গুণ, কতদূর পড়াশোনা করেছে, কী কাজ করে সেসব কথা বলেন। আবার তাঁরা এটাও বলেন, "পাত্র-পাত্রী নিজেদের মধ্যে মিলে গেলে তাদের চাঁদ আর তারার মত দেখায়।"

পারমিনরা এইভাবে বানিয়ে বানিয়ে কথার ফুল ফুটিয়ে পাত্রীর মা-বাবাকে বিবাহে রাজী করান। আগে মেয়ের মা-বাবা মত দিলেই বিয়ের কাজ শুরু হতো। মেয়ের মত আর অত নেওয়া হত না। বর্তমানে আগে ছেলে আর মেয়ে নিজেরা নিজেদের মধ্যে দেখাশোনা করে নিজেরা পছন্দ করে। বিয়ের সিদ্ধান্তটা তারাই নেয়। তারপর মা বাবা পারমিন এরা সবাই কথাবার্তা বলে। পাত্রীর মা বাবা আগে থেকে পারমিনদের রাখা 'সগুন' গ্রহণ করেন। তারপরে পারমিনদের জানান, "আমাদের বিয়েতে এই এই জিনিস এই এই পরিমাণ দেওয়ার রীতি। অমুক দিন এই সময় এগুলি নিয়ে এসো।" এই বলে পারমিনদের পাত্রের মা বাবার কাছে ফেরত পাঠান। বিবাহের ওই রীতি পালনের দিনে পাত্রীর মা, বাবা, দাদা প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজন, গ্রামবাসীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেই অনুষ্ঠানের দিন পারমিনরা মেয়ের বাড়িতে এসে দু' বোতল মদ 'সগুন' হিসাবে রেখে বলেন, "আমরা এসে গেছি।" তারপর পাত্রীর মা, বাবা, দাদা, ভাই প্রভৃতি সবাইকে এক এক বাটি মদ পরিবেশন করে তাতে ঘি-এর ফোঁটা লাগিয়ে দিয়ে গান গাওয়া হয়। এই গানকে 'গ্যাকর পেঞ্জে'-র গান বলে। এই গানের বক্তব্য অনেকটা এই ধরনের:

'গ্যাকর পেঞ্জে' গান আমাদের রীতি।
পদ্মের উপর আছেন বসে আমাদের ঈশ্বর।
এখন দক্ষিণে আর পশ্চিমে প্রসাদের জন্য
মহামান্য 'উর্কেন'-এর জন্য রাখা আছে মদ।
পবিত্র গ্রন্থের কথা লামা জানেন ভালোভাবেই।
আমাদের সন্তান সুখী হোক সর্বদা।
ড্রাম আর পতাকা আমাদের সংস্কৃতির বাহক।
আমাদের সংস্কৃতির জন্য হাজির আছে মদ।
হাসি-খুসি মাখা সূর্য উঠেছে।
এই সূর্য যে দেখে সে স্বর্গে যায়।

"আপনাদের উঠোনে ফুটেছে একটি সুন্দর ফুল। সেই ফুল দেখে আমরা এসেছি এখানে। আপনাদের উঠোনের সেই ফুল অমুক গ্রামের অমুক ব্যক্তির ছেলে ভ্রমর হয়ে এসে দেখে গিয়েছে। পছন্দ করেছে তাকে। ঘরের মেয়েকে তো পরের বউ করতেই হয়। এটাই সংসারের নিয়ম। ছেলের বাবা মা বলেছেন আপনাদের মেয়ে তাঁদের বউ তো নয়, সে ঘরের মেয়ের মতই।"

তারপর পাত্রের গুণ, কতদূর পড়াশোনা করেছে, কী কাজ করে সেসব কথা বলেন। আবার তাঁরা এটাও বলেন, "পাত্র-পাত্রী নিজেদের মধ্যে মিলে গেলে তাদের চাঁদ আর তারার মত দেখায়।"

পারমিনরা এইভাবে বানিয়ে বানিয়ে কথার ফুল ফুটিয়ে পাত্রীর মা-বাবাকে বিবাহে রাজী করান। আগে মেয়ের মা-বাবা মত দিলেই বিয়ের কাজ শুরু হতো। মেয়ের মত আর অত নেওয়া হত না। বর্তমানে আগে ছেলে আর মেয়ে নিজেরা নিজেদের মধ্যে দেখাশোনা করে নিজেরা পছন্দ করে। বিয়ের সিদ্ধান্তটা তারাই নেয়। তারপর মা বাবা পারমিন এরা সবাই কথাবার্তা বলে। পাত্রীর মা বাবা আগে থেকে পারমিনদের রাখা 'সগুন' গ্রহণ করেন। তারপরে পারমিনদের জানান, "আমাদের বিয়েতে এই এই জিনিস এই এই পরিমাণ দেওয়ার রীতি। অমুক দিন এই সময় এগুলি নিয়ে এসো।" এই বলে পারমিনদের পাত্রের মা বাবার কাছে ফেরত পাঠান। বিবাহের ওই রীতি পালনের দিনে পাত্রীর মা, বাবা, দাদা প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজন, গ্রামবাসীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেই অনুষ্ঠানের দিন পারমিনরা মেয়ের বাড়িতে এসে দু' বোতল মদ 'সগুন' হিসাবে রেখে বলেন, "আমরা এসে গেছি।" তারপর পাত্রীর মা, বাবা, দাদা, ভাই প্রভৃতি সবাইকে এক এক বাটি মদ পরিবেশন করে তাতে ঘি-এর ফোঁটা লাগিয়ে দিয়ে গান গাওয়া হয়। এই গানকে 'গ্যাকর পেঞ্জে'-র গান বলে। এই গানের বক্তব্য অনেকটা এই ধরনের:

'গ্যাকর পেঞ্জে' গান আমাদের রীতি।
পদ্মের উপর আছেন বসে আমাদের ঈশ্বর।
এখন দক্ষিণে আর পশ্চিমে প্রসাদের জন্য
মহামান্য 'উর্কেন'-এর জন্য রাখা আছে মদ।
পবিত্র গ্রন্থের কথা লামা জানেন ভালোভাবেই।
আমাদের সন্তান সুখী হোক সর্বদা।
ড্রাম আর পতাকা আমাদের সংস্কৃতির বাহক।
আমাদের সংস্কৃতির জন্য হাজির আছে মদ।
হাসি-খুসি মাখা সূর্য উঠেছে।
এই সূর্য যে দেখে সে স্বর্গে যায়।

সাদা পতাকায় সাদা-ই সাদা ফুল
সাদা পতাকা সম্মানীয়
তাকে ধূপকাঠি দিয়ে আরতি করি
প্রধান সাদা পতাকায় ধূপকাঠির আরতির সম্মান।
আমাদের লামার খদা-ও মুখ্য খদা
সকলের খদা-ই মুখ্য খদা
আমাদের লামা খদা পেয়ে গেছেন
সকলে খদা পেয়ে গেছেন
যে দেয় সে-ই পায়, যে দেয় না সে পায় না।

এসে গেছে ছ্যাং এসে গেছে
ছ্যাং-এর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী এসে গেছেন।
দক্ষিণ দিকের দেবতাদের হলুদ পতাকার সঙ্গে ছ্যাং দিচ্ছেন
হলুদ পতাকায় হলুদ-ই হলুদ ফুল
হলুদ পতাকাকে সম্মান জানাই
হলুদ পতাকাকে ধূপকাঠি দিয়ে আরতি করি
প্রধান হলুদ পতাকায় ধূপকাঠির আরতির সম্মান।
আমাদের লামার খদা-ও মুখ্য পতাকার মধ্যে পড়ে
সকলের খদা-ও মুখ্য পতাকার মধ্যে পড়ে
আমাদের লামা খদা পেয়ে গেছেন
সকলে খদা পেয়ে গেছেন
যে দেয় সে-ই পায়, যে দেয় না সে পায় না।

এসে গেছে ছ্যাং এসে গেছে
ছ্যাং-এর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী দেবী এসে গেছেন।
পশ্চিম দিকের দেবতাদের লাল পতাকার সঙ্গে ছ্যাং দিয়েছেন
লাল পতাকায় লাল-ই লাল ফুল
লাল পতাকাকে সম্মান জানাই।
লাল পতাকাকে ধূপকাঠি দিয়ে আরতি করি
প্রধান লাল পতাকায় ধূপকাঠির আরতির সম্মান।

আমাদের লামার খদা-ও মুখ্য পতাকার মধ্যে পড়ে
সকলের খদা-ও মুখ্য পতাকার মধ্যে পড়ে

আমাদের লামা খদা পেয়ে গেছেন
সকলে খদা পেয়ে গেছেন
যে দেয় সে-ই পায়, যে দেয় না সে পায় না।

এসে গেছে ছ্যাং এসে গেছে
ছ্যাং-এর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী দেবী এসে গেছেন।
উত্তর দিকের দেবতাদের সবুজ পতাকার সঙ্গে ছ্যাং দিয়েছেন।
সবুজ পতাকায় সবুজ-ই সবুজ ফুল
সবুজ পতাকাকে সম্মান জানাই।
সবুজ পতাকাকে ধূপকাঠি দিয়ে আরতি করি
প্রধান সবুজ পতাকায় ধূপকাঠির আরতির সম্মান।
আমাদের লামার খদা-ও মুখ্য খদার মধ্যে পড়ে
সকলের খদা-ই মুখ্য খদার মধ্যে পড়ে
আমাদের লামা খদা পেয়ে গেছেন
সকলে খদা পেয়ে গেছেন
যে দেয় সে-ই পায়, যে দেয় না সে পায় না।

এসে গেছে ছ্যাং এসে গেছে
ছ্যাং-এর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী দেবী এসে গেছেন।
আসমানের দেবতাদের রঙিন পতাকার সঙ্গে ছ্যাং দিয়েছেন
রঙিন পতাকায় রঙিন-ই রঙিন ফুল
রঙিন পতাকাকে সম্মান জানাই।
রঙিন পতাকাকে ধূপকাঠি দিয়ে আরতি করি
প্রধান রঙিন পতাকায় ধূপকাঠির আরতির সম্মান।

রঙিন পতাকা মুখ্য খদার মধ্যে পড়ে
আমাদের লামার খদা-ও মুখ্য খদার মধ্যে পড়ে
সকলের খদা-ই মুখ্য খদার মধ্যে পড়ে
আমাদের লামা খদা পেয়ে গেছেন
সকলে খদা পেয়ে গেছেন
যে দেয় সে-ই পায়, যে দেয় না সে পায় না।

এইভাবে চারদিক ও আকাশের পূজার পরে খদা বাঁধার পরে সন্ধ্যে বেলাকার কাজকর্ম শেষ হয়।

পরের দিন সকালে আগের দিন যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই একত্রিত হওয়ার পরে লামা পুজো করেন। সবাইকে এক এক গ্লাস ছ্যাং দেওয়া হয়। তারপরে তাসাবাদক তাসা বাজালে তলোয়ারধারী দুইজন নাচতে থাকে, সানাইবাদক সানাই বাজায়, তার সঙ্গে গানের নায়ক কনেকে নিয়ে আসার গান গায়। এই গান হল—

সবাই বলোনা, য়াম্ভোসিবা
তাসা-সানাই নিয়ে বউ আনতে যাচ্ছি
সবাই বলোনা, য়াম্ভোসিবা
শত্রুকে দেখিয়ে বউ আনতে যাচ্ছি
সবাই বলোনা, য়াম্ভোসিবা
সানাই বাজিয়ে বউ আনতে যাচ্ছি
সানাই বাজিয়ে বউ আনতে যাচ্ছি।
য়াম্ভোসিবা বলো না সকলে,
জন্মপত্রী সঙ্গে নিয়ে বউ আনতে যাচ্ছি।
জন্মপত্রী সঙ্গে নিয়ে বউ আনতে যাচ্ছি।
সবাই বলোনা, য়াম্ভোসিবা
দীর্ঘ আয়ুর কলস নিয়ে বউ আনতে যাচ্ছি।
দীর্ঘ আয়ুর কলস নিয়ে বউ আনতে যাচ্ছি।

সবাই বলোনা, য়াম্ভোসিবা
নাচ গান করতে করতে বউ আনতে যাচ্ছি।
নাচ গান করতে করতে বউ আনতে যাচ্ছি।
সবাই বলোনা, য়াম্ভোসিবা
দেশ বিদেশ ঘুরে বউ আনতে যাচ্ছি।
সবাই বলোনা, য়াম্ভোসিবা
ষষ্ঠ পর্বত ডিঙিয়ে, পাহাড়ের মেঘ পেরিয়ে বউ আনতে যাচ্ছি।
সবাই বলোনা, য়াম্ভোসিবা
পাহাড়ের মেঘ পেরিয়ে, মেঘের স্তম্ভ নিয়ে বউ আনতে যাচ্ছি।

গান গাইতে গাইতে তাসা, সানাই বাজাতে বাজাতে বর ও বরযাত্রী নিয়ে পাত্রীর বাড়ির দিকে যায়। বরযাত্রী যাওয়ার সময় রাস্তায় যেখানে দুই রাস্তা, তিন রাস্তা বা চৌরাস্তার মোড় পাওয়া যাচ্ছে, সেখানেই তলোয়ারধারী নর্তক তলোয়ারগুলো

আড়াআড়ি ভাবে রেখে পথ আটকে দেয়। পথ আটকালে পাত্রের বাবা পয়সা ও খদা রাখলে তলোয়ারধারীরা তলোয়ার তুলে নিয়ে রাস্তা ছেড়ে দেয়। যাওয়ার সময় বর ও বরযাত্রী কনের বাড়ির কাছে পৌঁছালে কনের পক্ষ থেকে 'সগুন' রেখে লামা, গায়ক, সানাইবাদক, তলোয়ারধারী নিতে আসে। সেই সগুন পান করে কনের বাড়ি পৌঁছালে পরে লামা দ্বারা পূজা করা হয়। গায়করা কোন কাজের জন্য এসেছে তা বলে গান গেয়ে নাচতে শুরু করে। এই গানটি হল—

সবাই বলো, য়ান্ডোসিবা
বন্দুক হাওয়ায় দেখিয়ে বড়দের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি
সবাই বলো, য়ান্ডোসিবা
তাসা-সানাই নিয়ে বড়দের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি
য়ান্ডোসিবা সবাই বলো,
এক হাতের তরোয়াল দেখিয়ে বড়দের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি
সবাই বলো, য়ান্ডোসিবা
সানাই বাজিয়ে বড়দের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি
সবাই বলো, য়ান্ডোসিবা
জন্মপত্রী নিয়ে বড়দের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি
সবাই বলো, য়ান্ডোসিবা
নাচ গান করতে করতে বড়দের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি
সবাই বলো, য়ান্ডোসিবা
দূর থেকে হেঁটে বড়দের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি
সবাই বলো, য়ান্ডোসিবা
ষষ্ঠ পাহাড় ডিঙিয়ে, পাহাড়ের মেঘ পেরিয়ে
বড়দের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি
সবাই বলো, য়ান্ডোসিবা
পাহাড়ের মেঘ পেরিয়ে, মেঘের স্তম্ভ নিয়ে
বড়দের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি॥

যারা গান গায় তারা বাড়ির ভিতরে গিয়ে আবার খদা ঝোলায়। খদা ঝোলানোর গান আগে পাত্রের বাড়িতে গাওয়া গানই গাইতে হয়। খদা ঝোলানোর পরে খদা ও সাদা কাপড় দেওয়ার কার্যক্রম হয়। এর জন্য কলসী ভরা ছ্যাং-এ তিনটি নল দিয়ে, ছোটো বাসনভরা জল তারমধ্যে ঘি-এর ফোঁটা লাগিয়ে উনুনের উপর রাখতে হয়। তখন পারমীনরা 'তার চিনী' দেন। এর মধ্যে পারমিনরা বলতে থাকেন—

"বয়স্ক আর ভদ্রমহোদয়দের কাছে প্রার্থনা করছি যে প্রাচীনকালে এই কথা অনেক বড় ছিল। সাত রাত, সাত দিন সাতবার বসতে হত, এখন কেবল তিনটি শব্দ। এখন প্রধান লামা ও সব লোকেদের ভিড়ে ঘুরে বেড়ানো। কথায় বলে মাথার উপরে বড়োদের পরামর্শ না থাকলে পথ ভুলে যায়। দেশে রাজা না থাকলে প্রজাদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া হয়, ভালো জ্যোতিষ জন্মপত্রি না তৈরি করলে পথ ভুল হয়। তাই তো লামা সব থেকে বড়, বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ থেকে বড়ো। নিয়ম সবথেকে বড়, নিয়ম ভগবানের জন্যেও বড়, তারপরে বয়ঃজ্যেষ্ঠরা বড় হয়। তাই তো বৃদ্ধ বৃদ্ধা, উপরে ভগবান, নিচে নাগদেব, মাঝখানে মানুষ। উপরে ভগবানের বাস, নিচে নাগদেবের বাস, মাঝখানে মানুষের বাস। এইজন্য আজ আপনারা শেরপা দশ জাতি, ১৮ উপজাতি করে সোলু ও খম্বু। আমাদের নিয়মকানুনে মার জন্য তিন হাত, বাবার জন্য দুই হাত মোট ৫ হাত এখানে রাখা আছে, লামার সম্মানে এক হাত কাপড়ে ও মা-এর ভাই, মামার জন্য এক হাত কাপড়। মা মেয়েকে নিজের গর্ভে দশ মাস ধারণ করে জন্মদান করে। কাপড় ধুয়ে, দুধ পান করানোর পাপের জন্য এক টাকা "পাপ কাটানো" বলে দিতে হয়।" পারমিনরা এইসব কথা বলার পরে কলসীর ভিতরের ছ্যাং-এর জল ঢেলে তিনটি নল লাগিয়ে লামাকে পান করায়। সেই ছ্যাং পান করানোর সময়ে গায়ক এইরকম গান করে—

"ওই বাজারা গুরু পেমা সিদ্দী হুম"
লামা একটু মদ্য পান করুন
মদ গ্রহণ করুন ও পান করুন
লামা আপনি দেবতাদের স্থানে অধিষ্ঠান করেন
আপনারা সকলে একটু মদ্য গ্রহণ করুন
পূর্বপুরুষেরা, বয়ঃজ্যেষ্ঠরা, মাতা-পিতা
সকলে মদ্য পান করুন॥

এইভাবে পাত্রীর আত্মীয় সকলকে মদ পান করানোর পরে সাতপাক শুরু হয়। সাতপাকের জন্য প্রথমে মাটিতে চাটাই পেতে তার উপর চাল দিয়ে আলপনা দেয়। আলপনাতে পাত্রের বসার জায়গায় দোর্চী ক্রসচিহ্ন ও পাত্রীর বসার জায়গায় স্বস্তিকচিহ্ন চাল দিয়ে তৈরি করতে হয়। তার উপরে কাপড় পেতে রেখে দেয়। তখন পাত্র, পাত্রীকে সেজে আসতে হয়। পাত্র আগে থেকে তৈরি হয়ে থাকলেও 'ছ্যুবা চোপী' পিছনে পতাকা রাখতে হয়। পাত্রীকে ছ্যুবা, হোনজ্যু, পাঙদেন, সোনারমালা, সোনার দুল পরিয়ে তার মাংগনীতে আসা অতিথি ও নিজের আত্মীয়স্বজন কাপড় এক-এক হাত আনা কাঁধে রেখে আগে পাত্রীর জন্য আঁকা চিহ্ন যুক্ত জায়গায় বাঁ পা রেখে বসতে হয়। এইভাবে পাত্রও ডান পা রেখে বসার পরে লামা মন্ত্র পড়তে পড়তে

তিনবার ঘি মাথায় লাগিয়ে দেন। তাসা, সানাই বাজানোর পরে বরকে মালা পরানোর অনুষ্ঠান হয়। তারপর বিয়েতে আসা সব আত্মীয়স্বজন উপহার ও আশীর্বাদ দেয়। সাতপাকের পর যারা গান গায় তাদের দিয়ে খদা নিচে নামানো হয়। খদা নামানোর সময়ে ও খদা ঝোলানোর সময়ে লক্ষ্মীকে রেখে যাচ্ছি বলে গান গাওয়া হয়।

এসে গেছে ছ্যাং এসে গেছে
ছ্যা-এর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী দেবীও এসে গেছেন।
কনে আনতে অনেক কষ্ট হয়েছে
কনেকে বাইরে রেখো না
তাকে ভিতরে আসতে দাও।
আমাদের লামা খদা পেয়ে গেছেন
সব লোক খদা পেয়ে গেছেন
দিলেই পাওয়া যায়, নিলে পাওয়া যায় না।

এসে গেছে ছ্যাং এসে গেছে
ছ্যাং-এর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী দেবীও এসে গেছেন।
কনের দর্শনের জন্য ফেমর চোকপু রাখা আছে
কনের দর্শনের জন্য অনেক ছ্যাং রাখা আছে
কনের দর্শনের জন্য হাতের মাংস রাখা আছে
কনেকে বাইরে রেখো না
তাকে ভিতরে আসতে দাও।
আমাদের লামা খদা পেয়ে গেছেন
সব লোক খদা পেয়ে গেছেন
দিলেই পাওয়া যায়, নিলে পাওয়া যায় না॥

খদা নামানোর পরে বরযাত্রীদের সগুন দিয়ে ফেরৎ পাঠানো হয়। কেউ কেউ বরযাত্রীদের এক রাত রেখে দেয়। পাত্রীর বাড়ি থেকে বরযাত্রীরা ফিরে আসার সময় রাস্তায় তলোয়ার-ধারক গতকালের জায়গায় রাস্তা আটকালে বরযাত্রী সকলে বসে পাত্রীর সঙ্গে আসা তার আত্মীয় পাত্রীর উপহার বলে সগুন ও চম্পা দিয়ে তৈরি জিনিস ভাগ করে দেয়। "ফেমর চোকপু" বানানোর সময় চম্পায় ঘি ও চিনির সঙ্গে ফোটানো মাংস মেখে চূড়োর মত করে নিয়ে আসে। বরযাত্রী পাত্রর বাড়িতে পৌঁছানোর পরে দরজা খোলার রীতি করতে হয়। এর জন্য বলদের সামনের পা-এর মাংস ও কলসী ভরা ছ্যাং, চম্পা মাংস দিয়ে বানানো, জন্মপত্রিকা, তলোয়ার ক্রম করে রেখে গায়ক গান গায়—"এসে গেছে ছ্যাং এসে গেছে, ছ্যাং-এর সঙ্গে লক্ষ্মী দেবী এসে গেছে,

নতুন বউ আনতে অনেক দুঃখ পেয়েছে, নতুন বউকে বাইরে রেখো না ওকে ভিতরে আসতে দাও।" এই গান গেয়ে বরকনে ও বরযাত্রীকে ভিতরে নিয়ে যায়। কনের বাড়ির মত বরের বাড়িতেও সাতপাক ঘুরে আত্মীয়রা খদা পরানোর পর সন্ধ্যেবেলা গায়ক ও পারমীনদের বিদায় জানানো হয়। বাটি ভরা কলিজা রান্না করে তারমধ্যে ঘি-এর ফোঁটা লাগিয়ে দু পাত্র ছ্যাং দিয়ে 'গ্যাকর পেঞ্জে" গান গেয়ে সকলকে বিদায় জানানোর পরে বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহের তিনদিন পরে বর-কনে একসঙ্গে কনের বাড়িতে যায়। শেরপারা অনেকসময় মেয়েকে মাংগনী না করে মেয়ে ও ছেলে দু'জন দু'জনকে পছন্দ করে নিয়ে আসে। এর তিনদিন পরে "চোরের হাকডাক" বলে মদ দুই বোতল নিয়ে পারমীনদের পাঠায়। এরপরে কনের মা-বাবা 'রিনজ্যা' ডাকে। কেউ বরযাত্রীকে ডাকতে না চাইলে, কনের মা-বাবা আত্মীয়স্বজন ও অতিথিদের পাত্রের বাড়িতে বিয়ের দিন ডেকে বিয়ে করানো হয়।

মৃত্যু: মৃতের আত্মা স্বর্গলোক গমন করুক

কারুর বাড়িতে কেউ মারা গেলে সবার আগে লামাকে ডাকা হয়। লামা এলে সবার প্রথমে আত্মাকে বের করা হয়। অর্থাৎ মৃত মানুষের শরীর থেকে তার আত্মাকে বের করে হাওয়ায় ছেড়ে দেওয়া হয়। সেই সময় লামা মন্ত্র পড়ে মৃতের আত্মাকে স্বর্গলোকে পাঠান। এইবাবে মৃতের বাড়িতে গ্রামের লোক ও আত্মীয়স্বজন সকলে এলেও মৃতের দেহ ধরার জন্য মেয়ের জামাই থাকা জরুরী। সেই সময়ে জামাই মৃতদেহের সব কাজ সম্পন্ন করে। সকলে আসার পরে আটা দিয়ে পূজার সামগ্রী বানানো হয়। পূজাস্থান তৈরি হলে লামারা সারা দিন ও সারা রাত বৌদ্ধগ্রন্থ পড়েন। পরের দিন মৃতদেহকে শ্মশান-ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃত্যুর রাতে পূজাস্থানের সামনে ১০৮টি প্রদীপ জ্বালিয়ে সেখানে আসা সকলে মৃতের নামে "মনী" করে। মৃত ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় যত পাপ করেছে, মা-বাবাকে দুঃখ দিয়েছে, প্রাণী হত্যার পাপ করেছে এতে সব মিটে যাবে ভেবে "মনী" করা হয়। মৃত্যুর পর লামা এসে মৃতব্যক্তির মাথার কাছে প্রদীপ জ্বালিয়ে এক গ্লাস দুধ, এক গ্লাস ছ্যাং, আরাক, আর এক গ্লাস জল রেখে দেন। লামার খাবার খাওয়ার সময় মৃতব্যক্তিকেও খাবার দেওয়া হয়। মৃতব্যক্তিকে খাবার দেওয়ার সময় হাতা দিয়ে খাবারকে থালায় রেখে "খাও-পান করো" বলা হয়। লামার খাওয়ার পরেই মৃতব্যক্তিকে খাবার দেওয়া হয়। সবজি, দুধ, ছ্যাং দিয়ে লামার পুজো করার সময় বাইরে 'সুরঙা' করা হয়। অর্থাৎ আটায় ঘি মেখে পাথরের ওপর আগুন রেখে তার মধ্যে পোড়াতে হয়। মৃত্যু-স্থানে ক্ষুধার্ত ভূত-প্রেত আসে। সুরঙা জ্বালালে তার গন্ধে ভূত-প্রেতের পেট ভরে যায়। মৃতদেহ বাইরে বের করার একটু আগে 'ছোমগ্যুর' নামক বড় ঢাকনার ভিতরে মৃতের পরিবারের সকলে 'খাও' বলে

খাবার দেয়। পরে সেই খাবার শ্মশানঘাটে জ্বলন্ত শবের উপর আগুনে ঢেলে দেওয়া হয়। শবদেহ বাইরে বের করার সময় সকালে বাড়ির প্রধান জামাই, দু'জন ব্যক্তি ও কাঠ কাটার লোক এই চারজনকে কাজে নিযুক্ত করে। রোবা-র কাজ শবদেহ বহন করা, তার কাপড় বদলে দেওয়া ও শবদেহ পোড়ানো। সিঙবা অর্থাৎ কাঠ যোগান দেওয়ার ব্যক্তি শবদেহ পোড়ানোর জন্য কাঠ একত্র করে। লামা পূজা-স্থানে ১০৮টি প্রদীপ জ্বালিয়ে মনী করার আগে "মোলা" করতে হয়। "মোলা" অর্থাৎ এক বৃদ্ধ মানুষ যে এই বিষয়ে জানে তাকে পূজা-স্থানে তিন বার প্রণাম করে তিন বার মৃত ব্যক্তির নাম ডেকে তিনি কখন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন; তাঁর মৃত্যুতে কে কে এসে কী কী করছিল সব বলতে হয়। তখন-ই কতদিনে এই কাজ শেষ হবে, অন্তিম কার্যে লামা কতজনকে ডাকবেন, কে কে প্রদীপ জ্বেলে শেষ বিদায় জানিয়েছে সব বলা হয়। মৃতদেহ বাইরে বের করার সময় লামা "গুল" (বড় ডমরু বাজিয়ে পাঠ) করেন। বড় ডমরুর সঙ্গে মানুষের পা-এর হাড় আর ঘণ্টা-ও বাজানো হয়। লাশ বহনকারী লামা মন্ত্র পড়ে লাগিয়ে দেন। শবদেহকে পথ দেখানোর জন্য লামা "লামদেন দোর্চী" (লামার প্রয়োজনীয় জিনিস) থেকে সাদা লম্বা কাপড় স্ট্রেচারে বেঁধে বড় ডমরু আর পা-এর হাড় বাজাতে বাজাতে সবার আগে যান। শবদেহ ও লামা ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার সময় দরজায় সগুন রাখা হয়। শবদেহ শ্মশান-ঘাটে পৌঁছনো-র পর চুল্লি বানানোঠিক হয়েছে কিনা লামা দেখে নেন। মেয়ে হ'লে সাতটি স্তর আর ছেলে হ'লে নয়টি স্তর চুল্লি বানানো হয়। চুল্লি তৈরি হলে লাশকে পূর্ব দিকে মাথা করে চুল্লিতে রাখতে হয়। চুল্লিতে আগুন দেওয়ার সময় বাড়ির চার ছেলে নয়তো চার ভাইকে আগুন নিয়ে মৃতদেহের চার দিকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তারপর লামা আগুনের পূজা করে শবদেহকে জল দিয়ে শুদ্ধ করেন। তারপর নাক, চোখ, কানে ঘি লাগিয়ে আগুন দেওয়া হয়। দাহা-এ আগুন লাগিয়ে লামা ধর্মপুস্তক পড়ে "জীনস্যা" করেন। জীনস্যা-র জন্য অল্প কর্পূর, জায়ফল, ঝাড় গাছ, সবুজ গাছ, সুগন্ধী গাছ, গোল সুপুরি, তেল, আরাক, প্রসাদ, ঘি লাগে। "জীনস্যা"-এ লামা পাঠ করে দুটো হাতা কোণাকুণি করে কাঠের সঙ্গে বেঁধে চুল্লির আগুনে দিয়ে দেন। এরপর লামা ঘরে ফিরে সেখানে উপস্থিত সকলকে "ঠুহু" দিয়ে অমুক দিনে অন্তিম কার্য হবে বলেন। মৃত ব্যক্তির বাড়িতে "তেন" অর্থাৎ নকল শবদেহ রেখে দেওয়া হয় ২১ বা ৪৯ দিন। "তেন"-এ বসে থাকা মানুষের মতো বানিয়ে তাকে মৃতের কাপড় পরিয়ে ভিতরে মৃতের ছবি রাখা হয়। এই তেন কে প্রতিদিন লামা এসে সকাল-সন্ধ্যায় খাবার দেন। তেন এর ভিতরে সাদা কাগজে লামা মন্ত্র লিখে রাখেন। পরে শেষ কাজের দিন সেই কাগজ বের করে পুড়িয়ে দেন।

মৃতদেহকে বাইরে বের করার জন্য ও তিন দিন পরে দাহস্থান ঢাকার জন্য সেই লাশ বহনকারী দুই ব্যক্তি ও লামাকে ডাকা হয়। তারপর দাহ-স্থান ঢেকে দেওয়া হয়।

কেউ কেউ শ্মশানে স্মারক বানিয়ে দেয়। চার দিকের দেবতাদের নক্সা বানিয়ে তামার বাসনে সোনা-রুপো রাখতে হয়। পরে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন স্মারকের শুদ্ধিকরণ করা হয়। স্মারকের সঙ্গেই পতাকার-ও শুদ্ধিকরণ হয়ে যায়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ২১টি থেকে ১০৮টি পতাকা লাগানো যায়।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার তিন-চার দিন আগে গ্রামের আত্মীয়, ভাই, বোন সকলকে নিমন্ত্রণ করে সবার হাতে এক বাটি করে ছানা, ছ্যাং দিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন আসতে বলা হয়। অন্ত্যেষ্টি-র আগের দিন বাড়ির প্রধানের সঙ্গে লামারা, আর গ্রামবাসী সকলে মিলে পরামর্শ বা টোচ্যাং-এর কাজ করা হয়। এই সময় কাঠের বাসনে ছ্যাং রেখে তার মধ্যে দিনটি নল দিয়ে "গ্যাকর পেঞ্জে" গান গেয়ে সগুন করা হয়। এই সগুনে লামাদেরকে তাঁদের কাজ অর্পণ করা হয়। এই সময় আপনি সব থেকে বড় লামা, আপনি দ্বিতীয়, আপনি তৃতীয়, সানাইবাদক, লামার কাজ সম্পন্ন করে দিন—এইভাবে বলতে হয়। এইভাবে গ্রামের লোকেদের সকলকে, সেন প্রস্তুতকারক, সবজি প্রস্তুতকারক, জলের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি—সবাইকে কাজ অর্পণ করা হয়। অন্ত্যেষ্টিতে লামারা পূজাস্থান ঘরের মধ্যে না বানিয়ে উঠানে পূজার ঘর বানিয়ে তার ভিতরে পূজাস্থান বানিয়ে সেখানে পূজার সামগ্রী সাজিয়ে রাখেন। লামার কাজ শুরু হওয়ার আগে মৃতের বাড়ির সদস্যরা সেইঘরে অন্য যারা আছে সবাইকে এক এক বাটি ভর্তি চালের মধ্যে একটি করে টাকা রেখে তিনবার করে প্রণাম করে লামার আশীর্বাদ নেয়।

পূজাস্থান দর্শন করার পরে দুই বোতল ছ্যাং-এ খদা বেঁধে দুটি বাটিতে চাল বা ভুট্টা বেঁধে পূজাস্থানে রেখে লামারা পূজা শুরু করেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরামর্শের দিন থেকে মোট তিন দিন লাগে। পরের দুই দিন-ই প্রদীপ জ্বালিয়ে, বড় ডমরু বাজিয়ে পূজা হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শেষ দিন-ও মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে খাবার দিয়ে লামা নকল শবদেহ পুড়িয়ে ভেজা মাটিতে পুঁতে একটি লোককে সগুন সহ অনেক দূরের গুহায় পাঠান। লামা ও ছ্যোপেন (লামার সহকারী) কে দক্ষিণা দেওয়ার সময় ঙোবা-য় বসতে হয়। ঙোবা-য় বাড়ির ছেলেই বসে। যাতে এমন খারাপ অনুষ্ঠান বার বার করতে না হয় ও মৃতের আত্মাকে লামাই ভগবানের কাছে পৌঁছে দেবে এই কথা মনে করে ঙোবা-য় বসতে হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শেষ দিন সকালে লামারা গিয়ে শ্মশানে বানানো স্মারক ও পতাকার শুদ্ধিকরণ করেন। শুদ্ধিকরণে প্রদীপ জ্বলিয়ে প্রসাদ দিতে হয়। পরের বছর মৃত্যুদিনে কেউ কেউ বাড়িতেই লামাকে ডেকে আবার কেউ কেউ গুম্পায় গিয়ে মৃত ব্যক্তির নামে প্রদীপ জ্বালায়।

---

*শ্রীযুক্ত ওংডুপ শেরপা তথ্য সংগ্রহ ও শেরপা ভাষা থেকে অনুবাদ করার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন।